রাজনীতি ও সংস্কৃতি ঃ প্রবাসের প্রেক্ষাপটে

ড. শামস রহমান

এই মুহূর্তে স্মরণ নেই, তবে কেউ একজন একসময় বলেছিলেন - 'সহজ কথা সহজভাবে বলা সহজ নয়' কতিপয় যারা পারেন তারা নিশ্চিত বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ। আমি তাদের দলভুক্ত নই, আমার শুধুই চেষ্টা।

প্রবাসে কেউ সাংস্কৃতিক সামাজিক সংগঠনের সাথে জড়িত, কেউ বা আবার রাজনৈতিক দলের সাথে। যেমন, আপনি রাজনৈতিক দলের সাথে। আর আপনি, নাট্য গোষ্টির সাথে জড়িত। স্বীকার্য যে, কমিউনিটিতে এই দুই পদের সংগঠনের গ্রহনযোগ্যতা ভিন্ন। স্বীকার্য যে, দেশীয় সংস্কৃতি চর্চা, প্রচার এবং প্রসার সর্বজন দ্বারা স্বীকৃত হলেও, দেশীয় রাজনীতি নয়।

কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, প্রবাসে সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পথে ভিন্নতা থাকতে পারে, তাই বলে তাদের উদ্দেশ্য কি ভিন্ন হবার কথা? নাকি এরা একে অপরের সম্পূরক? রাজনৈতিক দলের আদর্শ এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনের ভিত্তি যদি মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্যের উপর গড়ে উঠে -- তবে?

প্রশ্নগুলি আমাদের কাছে আপাতত অবাস্তব শোনালেও, ইহা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং এর উত্তর খোঁজা জরুরী। বিষয়টি অধিকতর জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে এ জন্যে যে, বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্রমাগত চাপ দিয়ে যাচ্ছে প্রবাসে দলীয় রাজনৈতিক কার্যক্রমের বিরুদ্ধে। চাপ কেন? চাহিদা-সরবরাহের সম্পর্কে নিষ্পত্তি হতে পারে না কি? চাহিদা-সরবরাহতো গনতন্ত্রেরই উল্টো পিঠ।

প্রচলিত অর্থে 'রাজনীতি' Contextual। ইহা রাষ্ট্রের পরিস্থিতি, রাষ্ট্রীয় সীমানা, এবং রাষ্ট্রীয় কর্মতৎপরতা প্রয়োগের পরিধি দ্বারা বেষ্টিত। Context এর বাইরে এলেই, রাজনীতির গ্রহনযোগ্যতা হ্রাস পায়।

অন্যদিকে, সংস্কৃতি একটি জনগোষ্টির জলবায়ু, বর্ণ ও ধর্ম ঘিরে Contextual হলেও, আবেদনে সার্বজনিন হওয়ার সম্ভাবনা তুলনা মূলকভাবে অধিক। আর এ কারনেই প্রবাসে দেশী সংস্কৃতির প্রচার - প্রসার সার্বজনীন রূপ পেলেও, রাজনীতি নয়।

তবে, এটাই শেষ কথা নয়। প্রচলিত সজ্ঞায় সঙ্গায়িত 'রাজনীতি'র উদ্দেশ্য হচ্ছে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আহরন এবং জনগনের সেবা প্রদান। প্রবাসে দেশী রাজনীতির রাষ্ট্রও নেই, নির্বাচনও নেই। আর ক্ষমতায় আহরনের চিন্তা নির্ঘাত বোকামী। ভাবাও অবান্তর এবং অবাস্তব।

তবে কেন প্রবাসে দেশী রাজনীতি? এ প্রশ্ন আরও দৃঢ় হয়, যখন দেখি না কোন অস্ট্রেলিয়ানকে বাংলাদেশে লেবার - লিবারেলের মাধ্যমে অস্ট্রেলিয়ার দলীয় রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশ নিতে। অথবা বিলেতিদের অস্ট্রেলিয়ায় লেবার, কনজারভেটিভ কিংবা ডেমোক্রেটিক পার্টি খুলে বসতে। এমনকি ভারতীয়দের মাঝেও কংগ্রেস বা বিজেপির শাখা - প্রশাখার কোন কথা শোনা যায় না সচরাচর। তবে কেন প্রবাসে বাঙালিদের দেশী রাজনীতি?
তাহলে কি প্রবাসে রাজনীতির সজ্ঞা খুঁজতে হবে রাজনীতির প্রচলিত সজ্ঞার বাইরে? তবেই কি রাজনীতি Contextual এর আবরন থেকে বেড়িয়ে আসবে? প্রশ্নটি একটু ভিন্নভাবে করলে কেমন হয়?

বাংলাদেশের কোন ধরনের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দেশী রাজনীতি প্রবাসে প্রাসঙ্গিক হবে? তবে কি দেশে সেই ধরনের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হলে, প্রবাসে দেশী রাজনীতি প্রাসঙ্গিকতা হারাবে? কেমন সে রাজনৈতিক পরিবেশ?

এবার মানুষের কথা, যে মানুষকে ঘিরে রাজনীতি ও সংস্কৃতি। সাধারন মানুষের কতগুলো সহজাত বৈশিষ্ট আছে, যা কিনা জাতি, ধর্ম, বর্ণ স্বাতন্ত্র। যেমন, মানুষ মানুষকে মানুষ হিসেবেই গ্রহন করে, যতক্ষন না উদ্দেশ্য প্রনোদিত হয়ে সুসংহত ও শক্তিশালী কোন গোষ্ঠি অন্যভাবে প্রভাবিত না করে। আর মানুষ মানুষকে মানুষ হিসেবে গ্রহন করার সহজ মানে হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতা। এটা মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
মানুষ একে অপরের কাছে সম্মান প্রত্যাশা করে। এটা মানুষের আরও একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য। সামাজিক অবস্থানের বিন্যাষে যার যতটুকু প্রাপ্য, প্রত্যেকের ততটুকুই প্রত্যাশা। কোন বিষয়ে প্রাসঙ্গিক কাউকে সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুযোগ দেওয়া, তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের শ্রেষ্ঠতম পন্থা। এটা মানবাধিকারও বটে। আর রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহনের এ সুযোগ দেওয়ার সহজ অর্থ - জনগনকে তার গনতান্ত্রিক অধিকার দেওয়া।

মানুষের কর্মস্থল, কর্মস্তর, অথবা বসবাস পৃথিবীর যে কোন প্রান্তেই হউক না কেন, সে খোঁজে তার শিকড়। এটা মানুষের আরও একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য। সে কে? জানতে চায় নিজেকে। কি আর অতীত, বর্তমান? কি তার সত্বা? আর এই মানুষে মানুষে মিলেই হয় সমাজ। ভাষায় ঘটে আদান - প্রদান। গড়ে উঠে সম্পর্ক। সম্পর্ককে ঘিরে শুরু হয় বসবাস। আর বসবাসের পরিবেশ-পারিপার্শিকতা, যেমন জল, মাটি, বায়ু - এক কথায় জলবায়ুর ছোঁয়ায় রূপ নেয় গায়ের রং, দেহের গড়ন, আহার - নিদ্রার অভ্যাস এবং পোষাক আসাকের ধাঁচ্। এ সবের প্রভাবে জন্ম নেয় আত্মপ্রকাশের ধরন। যেমন নিত্যের তাল ও ভঙ্গিমা। সঙ্গিঁতের সুর। আর এ সব কিছু মিলেই হয় সংস্কৃতি - যার নিত্যদিনের প্রকাশ আর অভিজ্ঞতার আলোকে জন্ম নেয় একটি জাতির জাতীয় স্বত্ত্বা। যেমন বাঙালি, চাকমা, ইংরেজ। এ গুলোই জাতিসত্ত্বা এবং যা জাতির ইতিহাসের ধারাবাহিকতার স্বরূপ। নিজ জাতিসত্ত্বায় আত্মপ্রকাশ করা মানুষের একটি প্রধান সহজাত বৈশিষ্ট্য।

তাহলে মানুষ মূলত মানুষে - মানে ধর্মনিরপেক্ষতায়; মানুষের সম্মানে মানে - গনতন্ত্রে এবং মানুষের নিজ সত্ত্বায় - মানে বাঙালি জাতিসত্ত্বায় বিশ্বাসী।

যদি কখনো মানুষের এসব সহজাত বিশ্বাস এবং বৈশিষ্ট্যে আঘাত আসে? যদি তা ধ্বংসের মুখোমুখি হয়? তবে কি এ সবের প্রতিকার - প্রতিবাদের রাজনীতি প্রবাসে প্রাসঙ্গিক হবে? বিষয়টি অনুধাবনের সুবিধার্থে এখানে দুটো প্রসঙ্গের অবতারনা করবো।

- ২০০১ এর নির্বাচনের পর বাংলাদেশে ব্যাপক মানবাধিকার লংঘনের পরও প্রবাসে এক শ্রেণীর বাংলাদেশী নাগরিক যখন বলেনঃ তেমন কিছুই ঘটেনি সেখানে। অন্য এক শ্রেণী যখন এ ব্যাপারে নিশ্চুপ, তখন তৃতীয় কোন শ্রেণীর তো এ বিষয়ে স্ট্যান্ড নিতেই হয়।
- যখন বাংলাদেশের ইতিহাস বিকৃত হয়, তখন প্রবাসে এক শ্রেণী তাতে সমর্থন যোগায়। অন্য এক শ্রেণী মনে করে এ নিয়ে সময় ব্যয় করা নিরোর্থক। বলে, স্বাধীনতার ৩৭তম বছরে এ আর কোন তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় নয়। তখন নীতিগত কারনে তৃতীয় কোন এক শ্রেণীর স্ট্যান্ড নিতেই হয়।

আর সেখানেই প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়ায় প্রবাসে দেশী রাজনীতির বিষয়টি । আরা কারা এই তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত মানুষ?

শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের একটি উক্তি অত্যন্ত অর্থবহ। তিনি বলেনঃ "আওয়ামী লীগ (নির্বাচনে) হারলে, সারা বাংলাদেশের মানুষ হারে"। তাহলে কি, মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য আর আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক মূল্যবোধ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত? বিষয়টি পর্যালোচনার দাবী রাখে ।

১৯৭৫ থেকে ১৯৯৬ এবং ২০০১ থেকে ২০০৬, এই ২৬ বছর আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় ছিল না । কি দেখি সেই সময়ে? শুরুতেই দেখি গনতন্ত্র ধ্বংস হতে। দেখি ধর্মীয় উগ্রপন্থিদের উত্থান এবং ধর্মনিরপেক্ষতার উপড় আঘাত । দেখি স্বাধীনতার ইতিহাস এবং বাঙালি জাতিসত্ত্বার বিকৃতি । এক কথায় ১৯৭৫ থেকে ১৯৯৬ এবং ২০০১ থেকে ২০০৬ এর ইতিহাস মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য অবক্ষয়ের ইতিহাস ।

এবার তাদের কথা, প্রবাসে যারা সাংস্কৃতিক সংগঠনের সাথে জড়িত । কেউ রবীন্দ্র - নজরুল চর্চা করেন । তাদের কণ্ঠে মানুষের ভাব, প্রকৃতির রূপ, বাংলার ধুন হয়ে ধ্বনিত হয় । বাঙালির সুখ ও বেদনা দানা বেঁধে ফুটে উঠে । বাঙালির সহজাত মনুষ্যপ্রকৃতি ধারন করাই তাদের উদ্দেশ্য ।

কেউ বা নাট্য কর্মী । নাটকের মঞ্চে, দৃশ্যে দৃশ্যে তারা আমাদের শেকড়ের কথা বলে । আমাদের ধাবিত করেন মূলের দিকে । বহুল আলোচিত নাটক 'Leave me alone' এর বিষয় বস্তুর কথাই ভাবুন! এখানে আছে স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা, আছে স্বাধীনতার বিরুদ্ধ - শক্তি এবং ধর্মীয় উগ্র পন্থিদের উত্থানের কথা । আছে, এ সবের বিরুদ্ধে আমা-জন্মের প্রতিকারের ব্যর্থতার কারণে প্রজন্মের প্রতিবাদ এবং আমাদের প্রতি নিরব ধিক্কার । তাহলে, যারা রবীন্দ্র - নজরুল চর্চা করেন, যারা নাট্য কর্মী, তাদের বক্তব্য এবং মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সংগঠিত রাজনৈতিক দলের শ্লোগানে তফাৎ কোথায়? তফাৎ বিষয়বস্তুতে নয়, তফাৎ শুধুই প্রকাশের ভঙ্গিতে ।

আর যারা কবি সাহিত্যিক, তারা? কবি সৈয়দ শামসুল হকের 'ফিরিয়া আইসো' কবিতার কথা মনে পড়ছে এই মুহূর্তে । তিনি লিখেছেন–

'নাহ । নেই । এখানেও নেই ।
এখানেও তাকে পাওয়া গেল না যে ।
আর কোথায় খুঁজবো?
(বাড়ি থেকে পালিয়েছে বুঝি?)
চুরি! চুরি হয়ে গিয়েছিল ।
সাবধানেই রেখেছি । বড় সাবধানে ।
এই বুকের ভেতরে । তখনতো এতটুকু,
কত বা বয়স?
সাড়ে তিন । ভোর রাতে চুরি হয়ে গেল ।'

কার বয়স সাড়ে তিন বছর? কে চুরি হয়ে যায় ভোর রাতে? একি স্বাধীনতা? একি ১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্টের প্রতি ইঙ্গিত? কবির ভাষা ভাসাভাসা, বিমুর্ত । রাজনীতির ভাষা শ্লোগানের ভাষা । তফাৎ কেবল সেখানেই ।

তাহলে আপনিই বলুন, মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্যে বিশ্বাসী কোন রাজনৈতিক দল ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর আদর্শ ও উদ্দেশ্যে কোন তফাৎ আছে কিনা? যদি তফাৎ না থেকে থাকে, তবে সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর রাজনৈতিক দলের প্রতি 'সমদূরত্বতা' কেন? সাংস্কৃতিক সংগঠনক বা কর্মী, শিল্পী-সাহিত্যিক তথা বুদ্ধিজীবিদের 'রাজনৈতিক সমদূরত্ব' বজায় রাখার কোন অবকাশ আছে কি? প্রজন্মের মাঝে মুক্ত চিন্তা, সুষ্ঠু শিল্পচর্চা-সাহিত্যকর্ম, এক কথায় সৃজনশীলতা বিকাশের পূর্ব শর্তই হচ্ছে সঠিক রাজনৈতিক পরিবেশ প্রবর্তন। বলাবাহুল্য, মুক্ত মনে রবীন্দ্র-নজরুল চর্চা, এমনকি প্রাণ খুলে 'ভাষার গান' গাওয়া সম্ভব হয়েছে কেবলমাত্র স্বাধীনতা উত্তর রাজনৈতিক পরিবেশে।

অধ্যাপক আনিসুজ্জামান আরো বলেন - 'আওয়ামী লীগ জিতলে, শুধু আওয়ামী লীগই জিতে'। আপাতত দৃষ্টিতে এ উক্তি দলের দুর্বলতা মনে হলেও, এ উক্তিতে দলকে উত্তর উত্তর আরো সবল হওয়ার প্রচ্ছন্ন সুযোগের কথাই বলেছেন। তাই সমদূরত্বতা নয়, সহযোগিতার হাত নিয়ে এগিয়ে আসুন। প্রবাস থেকেই শুরু হউক এ যাত্রা। দেখুন, তেত্রিশ বছর পর জাতির পিতা, স্বাধীনতার ঘোষকের বিতর্ক অবসানের পথে। 'জয় বাংলা' যে কোন দলের নয়, সমগ্র বাঙালি জাতির ধ্বনি, এ ঐতিহাসিক সত্যও ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠার পথে। মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডারদের সাম্প্রতিক সম্মেলনের শ্লোগানটি তার প্রমান। তবে কি গত তেত্রিশ বছরের মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে গড়া দেশী রাজনীতি প্রবাসে প্রাসঙ্গিক ছিল?

যে মূল্যবোধের ভিত্তিতে দেশ স্বাধীন হয়েছে, তা দেশের মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্যে গড়া। যেমন ধর্মনিরপেক্ষতা, গনতন্ত্র, বাঙালি জাতি সত্ত্বা এবং সঠিক ইতিহাসের ধারাবাহিকতা। এগুলোই হচ্ছে বাঙালি জাতির জাতীয় দিকনির্দেশনার ভিত্তি। পাকিস্তান, ভারতের কিংবা অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় দিকনির্দেশনায় কখনো আঘাত আসেনি। তাই তাদের দেশী রাজনীতি প্রবাসে প্রাসঙ্গিত নয়। যতদিন বাংলাদেশের মানুষের সহজাত মূল্যবোধ এবং সঠিক ইতিহাসের ভিত্তিতে জাতীয় দিকনির্দেশনা পুনরুজ্জিবীত না হবে - ততদিন এই ধারার দেশী রাজনীতি প্রবাসে প্রাসঙ্গিক থাকবে। পুনরুজ্জিবীত হবার সাথে সাথে প্রাসঙ্গিকতা হারাবে, তার পূর্বে নয়।